একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এসএমসি নিউজ

ইস্যু ৩৪, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

SMC
Live better

বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিধনে এসএমসি, আইসিডিডিআর,বি এবং ইউএসএআইডি এর যৌথ প্রকল্প

এসএমসি, ইউএসএআইডি টিবি লোকাল অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক (এলওএন) প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) রোধে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আইসিডিডিআর,বি এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রকল্পটিতে ৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা হবে এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়িত হবে।

স্পষ্টতই, সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী টিবিতে সংক্রামিত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ রয়েছে বাংলাদেশে। বিগত কয়েক বছর ধরে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি থাকা সত্ত্বেও, এন্ড টিবি ২০২৫ এবং ২০৩৫ লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনায় পৌঁছাতে এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ইউএসএআইডি'র স্থানীয় সংস্থা নেটওয়ার্ক (এলওএন) প্রকল্পের আওতায় আইসিডিডিআর,বি এর নেতৃত্বাধীন পাঁচটি বাংলাদেশ-ভিত্তিক সংস্থার কনসোর্টিয়াম - "দ্য অ্যালায়েন্স ফর কম্ব্যাটিং টিবি ইন বাংলাদেশ (এসিটিবি)" টিবির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছে। জোটের সদস্য হিসেবে, এসএমসি নিম্ন লিখিত দুটি প্রধান লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে:

- বেসরকারী সেবাদানকারীদের অংশগ্রহণে সন্দেহজনক কেইসগুলোর স্ক্রীনিং বাড়ানো এবং রেফারেল কেইসগুলোর চিকিৎসার ফলো-আপ ব্যবস্থা তৈরি করা।
- কমিউনিটির মহিলা উদ্যোগীদের অংশগ্রহণ কাজে লাগিয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে সন্দেহজনক কেইস গুলো স্ক্রীনিং এবং নির্ণয় করা।

এসএমসি বিশ্বাস করে যে কনসোর্টিয়ামের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দেশ থেকে টিবি নির্মূল করার সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

এসএমসি নীল তারা ক্লিনিক - প্রতিকূলতার মাঝে এক আশার প্রদীপ

ল্যাবরেটরি অফিসার জনাব মাসুদ কায়সার একজন রোগীকে ল্যাব সার্ভিস দিচ্ছেন

সনোলজিস্ট ডাঃ রায়হানা রুমান একজন গর্ভবতী মাকে আল্ট্রাসনোগ্রাম সার্ভিস দিচ্ছেন

এপ্রিল ২০১৮ এর শুরু থেকে, এসএমসি নীল তারা ক্লিনিক সর্বস্তরের জনগণকে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর। সামাজিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের সময় ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থে এই ক্লিনিকটি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে চলেছে। এসএমসি'র ভর্তুকির কারনে অনেক কম খরচে সাধারণ মানুষ এই সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারছে।

বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং বিভিন্ন চেম্বারগুলো তাদের সেবাসমূহ আংশিক ভাবে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে স্থগিত রাখায় সঙ্গত কারণেই সাধারণ রোগীরা (নন-কোভিড) চিকিৎসা সেবা থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে, নীল তারা ক্লিনিক শুধু মাত্র ডায়াগনস্টিক, পরামর্শ এবং চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম এবং ল্যাব পরিষেবাসমূহ সচল রেখেছে। প্রতিটি স্তরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি মোকাবেলায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ক্লিনিকটি বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করেছে।

এই কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়, ক্লিনিকটি ডিজিএইচএস, বাংলাদেশ সরকার এবং ডব্লিউএইচও প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি সম্পর্কিত সমস্ত নির্দেশিকা কঠোর ভাবে অনুসরণ করে ক্লিনিকের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসএমসি, চিকিৎসক এবং কর্মীদের রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করেছে।

অনেক প্রতিকুলতা সত্ত্বেও, মহামারী সময়কালীন সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২০ পর্যন্ত এসএমসি নীল তারা ক্লিনিক মোট ২,২১৮টি সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, ৮১৭টি বিশেষায়িত পরিষেবা (মেডিসিন), ৫৮১টি মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা, ৭৬১টি আল্ট্রাসনোগ্রাম, ৫৪৯টি এক্সরে, ২৬৮টি ইসিজি এবং ১,১৩২টি ল্যাব সেবা সরবরাহ করেছে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ এবং চিকিৎসক ও কর্মীদের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায় এসএমসি নীল তারা ক্লিনিক স্থানীয় জনগণের কাছে বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে এবং তাদের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ব্লু-স্টার সেবাদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত

দেশের এই করোনা সংকটকালেও এসএমসি'র প্রশিক্ষণ দল তাদের নিয়মিত কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ডব্লিউএইচও এবং আইইডিসিআর-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ দলটি কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও কুমিলা জেলায় মোট ২২টি রিফ্রেশারস ট্রেনিং সম্পন্ন করেছে যেখানে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়কালীন মোট ২৮৭ জন ব্লু-স্টার সেবাদানকারী (বিএসপি) সফল ভাবে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আমাদের প্রশিক্ষণ দলটি নিয়মিত বিষয়বস্তু ছাড়াও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি এবং শারীরিক দূরত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাদের নিরলস প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো বিএসপিদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে মহামারী চলাকালীন সময়ে জনস্বাস্থ্য অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র সমূহে মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক প্রতিশ্রুতি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়। প্রশিক্ষকগণ এসএমসি'র নতুন ঔষধ ভার্মিসিড (অ্যান্থেলমিন্টিকস) সম্পর্কে সেবাদানকারীদের অবগত করেন এবং মাটি হতে হেল্মিন্থ সংক্রমণের চিকিৎসায় এর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও তারা এসএমসি'র অ্যান্থেলমিন্টিক চালু করার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে সেবাদানকারীদের অবহিত করেন যা হলো এটি দুই বছরের বেশি বয়সের বাচ্চাদের সহ একটি পরিবারের সকল সদস্যকে খাওয়ানো যায়। প্রশিক্ষণকালে সেবাদানকারী ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোভিড-১৯ সক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি মহামারীর এই সময়ে সেবা প্রদানকালে বিএসপিগণ যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহও আলোচনা করা হয়।

গ্রীন স্টার নেটওয়ার্কে ২৪৭ জন নতুন সদস্য

গ্রীন স্টার নেটওয়ার্কের অধীনে প্রোগ্রাম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ২৪৭ জন নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছেন যেখানে কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি এড়াতে সীমিত সংখ্যক (১০-১২ জন) অংশগ্রহণকারী নিয়ে বেশ কয়েকটি (দু'দিনব্যাপী) বেসিক প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। সদস্যগণকে (ফার্মাসিস্ট, ঔষধ বিক্রেতা, এবং স্নাতকোত্তর স্বাস্থ্য সেবাদানকারী) নির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছে এবং সার্টিফাইড গ্রীন স্টার প্রোভাইডার (জিএসপি) হওয়ার জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলোতে প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা যেমন থার্মাল স্ক্যানিং, হাত ধোয়া/স্যানিটাইজিং, মাস্ক পরা এবং শারীরিক দূরত্ব ইত্যাদি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। জিএসপি'র বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমটি নির্দিষ্ট জনস্বাস্থ্যের বিষয় যেমন গর্ভনিরোধক ইনজেকশন, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার, যক্ষা (টিবি), নিরাপদ ডেলিভারি, ডায়রিয়ায় জিংকের ব্যবহার এবং ঔষধের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রশিক্ষণটির সফল সমাপ্তির পরে অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটি পর্যায়ে ওভার-দ্য-কাউন্টার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

এমআইএসএইচডি কর্মসূচীর আওতাধীন এলাকাসমূহে এসএমসি'র বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস - ২০২০ উদযাপন

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের মাঝে গত ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে পৃথিবীব্যাপী বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (ডব্লিউপিডি) পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে যথাযথভাবে দিবসটি পালিত হয়েছে। "মহামারী কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধ করি, নারী ও কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করি"- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উক্ত মন্ত্রণালয় সারাদেশে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে এই বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে, এসএমসি'র কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মসূচী 'নতুন দিন' এর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে দিনটিকে স্মরণ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রজনন স্বাস্থ্য, মহামারী চলাকালীন মহিলা ও মেয়েদের সুরক্ষার অভাব, তাদের স্বাস্থ্য অধিকার এবং সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই উপলক্ষে, এসএমসি'র মার্কেটিং ইনোভেশনস ফর সাসটেইনেইবল হেলথ ডেভেলপমেন্ট (এমআইএসএইচডি) প্রোগ্রামের বাস্তবায়নকারী পার্টনাররা কিশোরী কন্যা, প্রজনন বয়সী বিবাহিত মহিলা এবং সদ্য বিবাহিত দম্পতির সাথে বিশেষ উঠান বৈঠক এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সদস্য এবং নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই বছর, এসএমসি'র এমআইএসএইচডি বাস্তবায়নকারী পার্টনার পিএসটিসি, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাল্য বিবাহ, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার দশটি উপজেলায় জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সেরা এনজিও হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম: এসএমসি ইএল-এর একটি নতুন বিপণন মাধ্যম

কোভিড-১৯ এর অকস্মাৎ বিস্তার আমাদের সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এক বিশাল বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লকডাউন সময়কালে চলমান ও বন্ধ থাকা অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এখনও অনেকে এই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতা ও অনিশ্চয়তার এই সময়কালে ঝুঁকিগুলো বেশি থাকলেও কিছু নতুন সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে যা গ্রাহকদের কেনাকাটার ধরণে আমূল আচরণগত পরিবর্তন করে ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এরই মধ্যে ই-কমার্সের দিকে ভোক্তাদের অধিক আগ্রহী হয়ে উঠার ব্যাপারটি লক্ষণীয়। বর্তমানে গ্রাহক ও বাজার আচরণ বিবেচনায় এসএমসি এন্টারপ্রাইজ (এসএমসি ইএল) সম্প্রতি জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে পার্টনারশিপ করেছে যার মাধ্যমে এসএমসি'র পণ্যসমূহ এখন গ্রাহকদের আরো কাছাকাছি অবস্থান করবে। উল্লেখযোগ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে চালডাল, দারাজ, প্রিয়শপ, ঘরেবাজার, অথবা, ইঅরেঞ্জ, সহজ, আমাদের বাজার বিডি, সাজগোজ, ডেলিভারি হবে, ইত্যাদি। এসএমসি'র পণ্যসমূহ আরও সহজভাবে প্রদর্শনের জন্য সামগ্রিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দারাজ-এ একটি ফ্ল্যাগশিপ অনলাইন স্টোর সুরক্ষিত করা হয়েছে। দারাজের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে, ৩০ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে এই প্ল্যাটফর্মে ক্যাম্পেইন প্রচার করা হয়েছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে গ্রাহকদের কাছে সহজভাবে পণ্য পৌঁছানোর এই নতুন পদক্ষেপ এসএমসি'র ব্র্যান্ড ভ্যালুকে আরও সমুন্নত করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এর অবস্থানকে আরও সুরক্ষিত করেছে।

জয়া 'নারী নক্ষত্র' এর বিশেষ পর্ব আরটিভিতে প্রচারিত

নারীর মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনায় জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং নারীর স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করে ১৫ আগস্ট, ২০২০ তারিখে জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আরটিভিতে জয়া 'নারী নক্ষত্র' এর একটি বিশেষ পর্ব প্রচারিত হয়েছে। বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর রাশিদা বেগম এবং জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মিস নুসরাত ফারিয়া এই পর্বে অংশ নেন এবং নারীর মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডে'র মার্কেটিং বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার জনাব খন্দকার শামীম রহমান। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির সার্বিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে জয়া'র প্রশংসনীয় উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন।

এসএমসি জার্ম কিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার টিভি বিজ্ঞাপন স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত

কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন, বাজারে স্বাস্থ্যকর এবং জীবাণু থেকে সুরক্ষা সামগ্রীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ তার নতুন পণ্য জার্ম কিল হ্যান্ড স্যানিটাইজারের প্রচারের জন্য একটি টিভি বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে যা দেশের উল্লেখযোগ্য টিভি চ্যানেলগুলোতে ইতিমধ্যে প্রচারিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ও পরিবারের সুরক্ষার জন্য হাত পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবগত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনটি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞাপনটিতে জার্ম কিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার কীভাবে করোনাভাইরাস এবং অন্যান্য সংক্রামক জীবাণুর সংক্রমণ কমাতে সহায়তা করতে পারে তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উৎসব সময়কালীন টেলিভিশন দর্শকের অধিকতর উপস্থিতি বিবেচনা করে, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের সময় বিজ্ঞাপনটি দেশের বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে। এর পাশাপাশি দুটি জনপ্রিয় নিউজ চ্যানেলে "করোনাভাইরাস নিউজ আপডেট" শীর্ষক নিউজ বিভাগ ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটির এই সফল যাত্রা দর্শকদের মনে আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে সূচনা পর্যায়ে ব্র্যান্ডের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। উল্লেখযোগ্য গ্রাহক চাহিদা থাকার কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক খুচরা বিক্রেতা এই পণ্যটির জন্য অনুরোধ করেছে। গণমাধ্যমে সরব উপস্থিতির ফলে গ্রাহকদের মাঝে ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরি বৃদ্ধির ফলে জার্ম কিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার পণ্যটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এসএমসি ফার্মা নেটওয়ার্ক প্রসারিত

ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমসি'র ফার্মা বিভাগ তার ষষ্ঠ ব্যবসায়িক অঞ্চল হিসেবে সম্প্রতি বন্দর নগরী চট্টগ্রামে কার্যক্রম শুরু করেছে। চট্টগ্রামকে একটি সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে শনাক্ত করে এসএমসি প্রত্যাশা করছে, গ্রাহকের চাহিদার ভিত্তিতে নিযুক্ত ৭৫০ জন ডাক্তার মাসিক ৩,০০০টি প্রেসক্রিপশন (আরএক্স) তৈরি করবে যার মাধ্যমে ফার্মা বিভাগের আয় ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে। "সাশ্রয়ী মানের ঔষধের অভাবে কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত জনগণ" এই প্রত্যয়ে "প্রেসক্রাইবিং হিউম্যানিটি" স্লোগান নিয়ে এসএমসি ফার্মা তার পরিচালনার চতুর্থ বছরে পদার্পণ করলো। ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৫০ জন নতুন মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসারের (এমআইও) কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা আমাদের সমাজ এবং অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

একটি উজ্জ্বল তারার প্রস্থান

এসএমসি ফার্মা বিভাগের ফিল্ড এক্সিকিউটিভ জনাব মোহাম্মদ মইনুদ্দিন ২০ আগস্ট, ২০২০ তারিখে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করন। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজি'উন"। এসএমসি পরিবার তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। জনাব মইনুউদ্দিন ফার্মা সেলস টিম এর একজন উৎসাহী এবং দক্ষ সদস্য ছিলেন। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য তাকে গত (২০১৯-২০) ফার্মা কনফারেন্সে 'বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। মহান আল্লাহতায়ালার নিকট আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার জন্য আল্লাহ তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সহনশীলতা দান করুন।

নকল ওরস্যালাইন-এন তৈরীর কারখানা জব্দ

এসএমসি'র রাজশাহী এরিয়া অফিস সম্প্রতি পাবনা জেলায় ওরস্যালাইন-এন'র বাজার চাহিদাতে কিছু অনিয়ম লক্ষ্য করে। বাজারের গতিবিধি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি ঔষধের দোকানে অস্বাভাবিক কম মূল্যে নকল ওরস্যালাইন-এন এর একজন সরবরাহকারীকে পাবনার সিনিয়র টেরিটরি সেলস অফিসার (টিএসও) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যার ফলে ২৬ জুন ২০২০ তারিখে নকল ওরস্যালাইন-এন কারখানার মালিক আলমগীর নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে পুলিশ ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে একটি অভিযান চালায় এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলা থেকে উৎপাদন সরঞ্জামসহ বিপুল পরিমাণে নকল ওরস্যালাইন-এন উদ্ধার করে। এপর্যন্ত, পাবনায় এই জাতীয় অবৈধ ব্যবসা চালানোর দায়ে অভিযুক্ত তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যারা ওরস্যালাইন-এন এবং এসএমসির সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করছিলো। ইতিমধ্যে, সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে যেখানে পাবনার পুলিশ সুপার জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম; পাবনা পুলিশ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ এসএমসি রাজশাহী এরিয়ার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় এসএমসি'র নর্থ-সাউথ রিজিওন-এর প্রধান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম পুলিশ বিভাগের সহায়তার জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং সিনিয়র টেরিটরি সেলস অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের সাহসী ভূমিকা এবং কোম্পানীর প্রতি তার আন্তরিকতা ও আনুগত্যের প্রশংসা করেন।

প্রধান সম্পাদকঃ মোঃ আলী রেজা খান; **প্রকাশনা ও সার্কুলেশনঃ** কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; **কৃতজ্ঞতাঃ** সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য;
ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড-১৭, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ (+৮৮০২) ৯৮২১০৭৪-৮০, ৯৮২১০৯০, ৯৮২১০৯৩; **ওয়েবসাইটঃ** www.smc-bd.org